# কল্পবিজ্ঞান

## ১

সম্পাদনা সুদীপ দেব

বইবন্ধু

# বইবন্ধু সংস্করণের নিবেদন

মাত্র এক বছর সময়কালে "কল্পবিজ্ঞান" শীর্ষক বইটি যে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে তা অবিস্মরণীয়। এই বইয়ের সাফল্যের পরে প্রকাশিত হয়েছে "কল্পবিজ্ঞান ২"। ইতিমধ্যে দুটি মুদ্রণ নিঃশেষিত হয়ে এবার কিঞ্চিত পরিবর্তিত সূচিপত্র নিয়ে পরিমার্জিত আকারে প্রথম খণ্ডটির "বইবন্ধু সংস্করণ" প্রকাশিত হল। পূর্ববর্তী সংস্করণের অর্ঘ্য দত্ত লিখিত "অভিশাপ খোঁজে ধর্ম" উপন্যাসিকাটি লেখক পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাই তা পরিবর্তিত করে এই সংস্করণে লেখকের "বভ্রু" নামক ছোটোগল্পটি রাখা হল। গল্পটি আয়তনে ছোটো হলেও পরিধিতে বিন্দুমাত্র রসহানি করবে বলে মনে হয় না, এবং এই সংকলনের বাকি গল্পগুলির সঙ্গে নবীন এই গল্প অনায়াসে নিজের চরিত্র মানিয়ে নেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে সামান্য কিছু মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন করা হয়েছে। পেপারব্যাক থেকে শক্ত মলাটে বইটিকে উন্নীত করা হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত বারোটি গল্পের লেখককে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। আশাকরি, বইটি আগের মতোই পাঠকদের কাছে সমাদর পাবে।

প্রকাশক।

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| দ্রোহ | ঋজু গাঙ্গুলী | ১৩ |
| মন | ঐষিক মজুমদার | ২৯ |
| রামধনু রং | সুদীপ দেব | ৪১ |
| বসন্ত এসে গেছে | বিশ্বদীপ দে | ৫৬ |
| বভ্রু | অর্ঘ্য দত্ত | ৭৫ |
| মেমোরি-লেন | সিদ্ধার্থ পাল | ৯১ |
| যুগান্তর | প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জী | ১১২ |
| কুটিলপুরী | শরণ্যা মুখোপাধ্যায় | ১৩৬ |
| ভ্রূণ | অর্ঘ্যজিৎ গুহ | ১৫৫ |
| জেকব মিশন | শৌভিক চৌধুরী | ১৭৭ |
| মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক | পরাগ ভূঞ্যা | ১৯৬ |
| সৌপ্তিক | শ্রীজিৎ সরকার | ২০৬ |
| লেখক পরিচিতি | | ২২৩ |

ঋজু গাঙ্গুলী

# মেরু

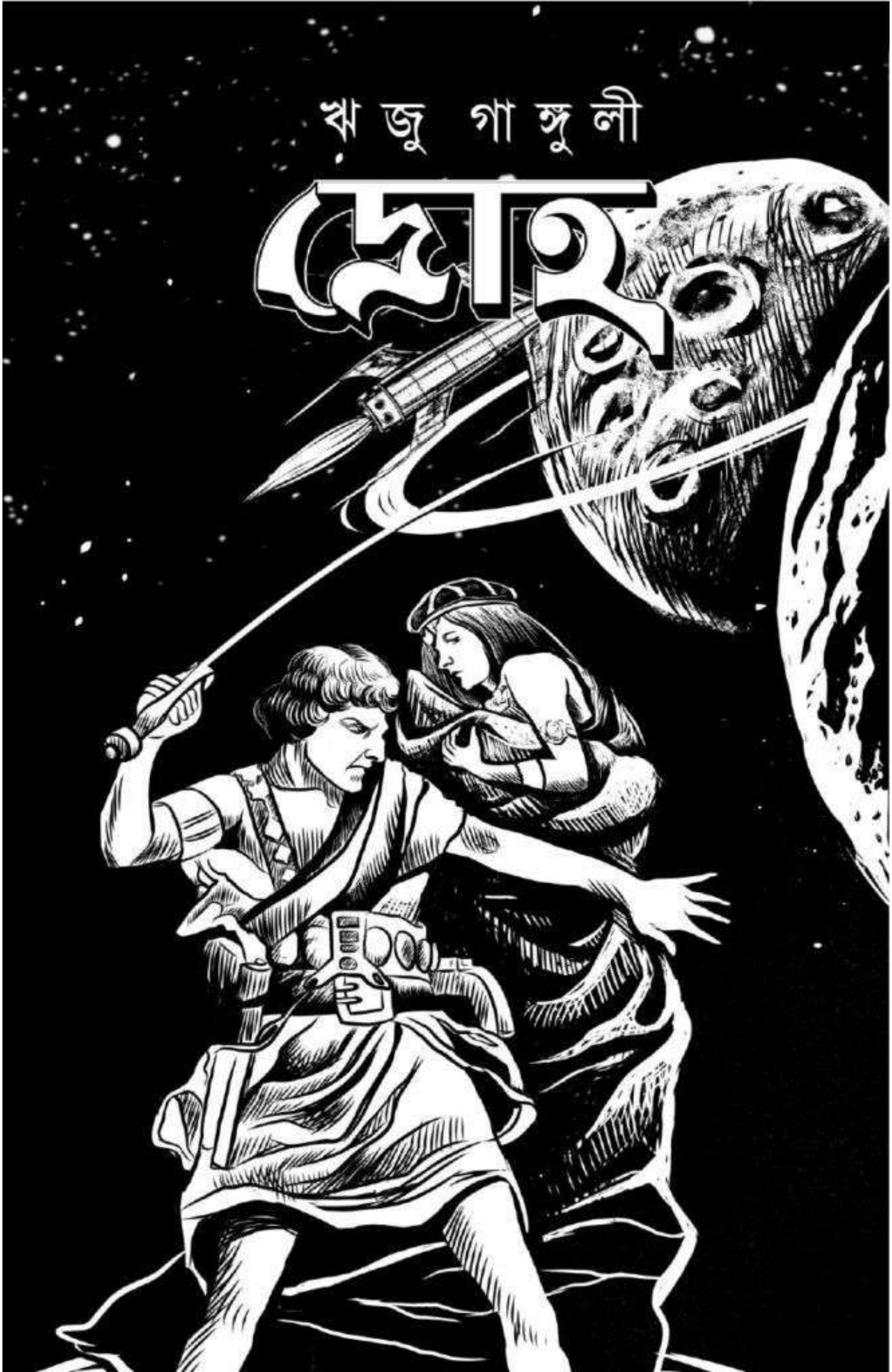

## শুরুতে

"ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ!" গম্ভীর কণ্ঠটি ধ্বনিত হল অডিটোরিয়ামের সর্বত্র, "এবার আলো নিভবে। আপনারা শান্ত হয়ে বসুন। ডক্টর আব্বাস এখনই আপনাদের সামনে আসবেন। আপনারা এ কথা জানলে আনন্দিত হবেন, সু-মারু খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত ধাতব পাতগুলির পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা।"

সভায় গুঞ্জন উঠল। রুচিরা দু-পাশে বসা দুজনের হাত চেপে ধরে উত্তেজিতকণ্ঠে বলে উঠল, "তাহলে কথাটা সত্যি? সু-মারুর অতীত সম্বন্ধে তাহলে এবার জানতে পারব আমরা?"

রয় আড়চোখে একবার রুচিরার ওপাশে বসা থমথমে মুখের মানুষটিকে দেখে নিল।

প্রথমে ধৃতিমান সু-মারুতে সভ্যতার সন্ধান পাওয়ার গোটা ব্যাপারটাই মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেটা শেষ অবধি মেনে নিলেও অসুস্থ রুচিরাকে এই ভিড়ে ঠাসা ঘরে আনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না তাঁর।

আজকের অনুষ্ঠানে সিটের মাঝে, এমনকি মেঝেতে বসার জন্যও লোকে চড়া দাম দিতে চাইছে। সেখানে রুচিরার জন্য একটা শোয়া-কাম-বসার ব্যবস্থা করা, দু-পাশে কিছু ওষুধের বোতল আর নল লাগানো, আর ওর দু-পাশে ধৃতিমানের আর রয়ের বসার ব্যবস্থা করা— এ একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল। তবে রয় কথাপ্রসঙ্গে ব্যাপারটা উল্লেখ করার পর অন্য ঘটনা ঘটেছিল।

"কীসের অসম্ভব!" হুংকার ছেড়েছিলেন জেনারেল করিম, "প্রফেসর ধৃতিমানের মেয়ে এমন একটা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হতে চাইছে। সেটুকুও আমরা নিশ্চিত করতে পারব না?"

মূলত করিমের চেষ্টাতেই এই অসাধ্যসাধন হয়েছে। এই বক্সটাই ভরে গেছে ওদের জন্য। না, শুধু ওরা তিনজন থাকেনি সেখানে। ডক্টর নোমুরা আর গ্রেগরিও আজকের অনুষ্ঠানে ওদের সঙ্গেই বসেছেন।

অডিটোরিয়ামে তিল ধারনের জায়গা ছিল না। রয় জানত, ওর সংস্থা

নিউজকর্প তো বটেই, রিপাবলিক আর কনফেডারেশনের সবকটা মিডিয়া এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। তাদের অনুরোধে ধৃতিমান হাইপারস্পেশিয়াল রিলের ব্যবস্থা করেছেন বলে এই অনুষ্ঠান পৌঁছে যাচ্ছে সর্বত্র।

হলের গুঞ্জন জোরালো হয়ে উঠেই থেমে গেল। উজ্জ্বল আলোর একটি বৃত্ত এসে পড়ল মঞ্চের ঠিক মাঝখানে। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডক্টর আব্বাস। মানুষটির চেহারার মধ্যে এমন একটা আসুরিক শক্তি আর মনোবলের আভাস আছে যে তাঁর সামনে রাষ্ট্রনেতারাও শান্ত হয়ে যান। বিশাল অডিটোরিয়ামে বসা প্রত্যেকের ওপরেও একই প্রভাব দেখা গেল।

"আমরা যা পেয়েছি," কোনোরকম ভূমিকা বা সম্ভাষণ ছাড়া বলতে শুরু করলেন আব্বাস, "তাকে বিশ্লেষণ করা সহজ ছিল না। শুনতে অবিশ্বাস্য শোনালেও বলি, সু-মারুর লিপির পাঠোদ্ধার করার জন্য আমাদের বেশ কয়েক হাজার বছর একটি পার্থিব লিপির সাহায্য নিতে হয়েছিল। অর্থাৎ, এই সভ্যতা অ-মানব বা অতিমানবদের ছিল না।"

আব্বাসের কথার মধ্যেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। রয় আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, ধৃতিমানের মুখে একটা হালকা হাসি ফুটে উঠেছে। তবে তিনি কিছু বললেন না।

আব্বাস সব গুঞ্জন চাপা দিয়ে মাইকে গর্জন করে উঠলেন, "সেই পাঠ থেকে আমরা ইতিহাস পাইনি, রাষ্ট্রব্যবস্থা পাইনি, অর্থনীতি বা সমাজের খবর পাইনি। সবচেয়ে বড়ো, আর আমাদের সেনাবাহিনীর পক্ষে সবচেয়ে হতাশার কথা, সু-মারুতে কী ধরনের সামরিক প্রযুক্তি বা বিজ্ঞানের ব্যবহার হত তার পুরোটাই আনুমানিক। তার কারণ, আমরা ওখানে যা পেয়েছি তাকে কয়েকটি গল্প ছাড়া কিচ্ছু বলা যায় না।"

আবার স্তব্ধতা নেমে এল চারদিকে। আব্বাস মৃদু হেসে বললেন, "এই গল্পগুলোকে আলাদা করে ঠিকমতো দাঁড় করানোই আমার ও আমার দলের সবচেয়ে বড়ো কাজ ছিল। এগুলো থেকে আমরা যা অনুমান করেছি, তা একান্তভাবেই সরকারি ব্যাপার। পরে তা আপনাদের সামনে আসবে কখনও। কিন্তু আজ আপনারা শুধু একটা গল্প শুনবেন। গল্প শোনাবে আমার ছাত্র তথা সহকারী সোটি। আপনারা তৈরি তো?"

সমস্বরে "হ্যাঁ!" ধ্বনিতে কেঁপে উঠল চারপাশ। আব্বাস পিছিয়ে গেলেন। ডক্টর সোটি এগিয়ে এলেন পোডয়ামের সামনে। পেছনে বিশাল স্ক্রিনে ভেসে উঠল সু-মারু। নিজের নানা রঙের চুলগুলোকে একটু গুছিয়ে নিলেন সোটি।

তারপর কানে হাত দিয়ে ইয়ারপিসটা একবার স্পর্শ করে বক্তব্য... বা গল্প বলতে শুরু করলেন।

"পৃথিবী থেকে, সৌর জগত থেকে, এমনকি রিপাবলিক আর কনফেডারেশনের সীমা থেকেও অনেক দূরের একটি অখ্যাত জায়গা হল আইএলবিটি কোয়াড্র্যান্ট।"

সোটির সুরেলা কণ্ঠটি ভারি অদ্ভুত লাগছিল রয়ের। এইভাবে কাউকে বক্তৃতা দিতে, বা ক্লাস নিতে শোনেনি ও। কিন্তু বক্তার গলার মধ্যে এমন একটা ভাব আছে যেটা ওকে সজাগ আর উৎকর্ণ করে রেখেছিল। সোটি বলে চলেছিলেন, "সেই অঞ্চলে, আজ লাল দানব হয়ে যাওয়া নক্ষত্রের একটি গ্রহের কাছে পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিল খনিজ-সন্ধানী ড্রোনের দল। তারা সেই গ্রহে এমন কিছুর সন্ধান পায় যা প্রাকৃতিক কোনো বস্তু হতেই পারে না।

যুদ্ধের সময় রিপাবলিক ও কনফেডারেশন— দুই শক্তিরই বেশ কিছু মহাকাশযান পালানোর চেষ্টায় লুপের মাধ্যমে আমাদের চেনা-জানা এলাকার বাইরে গিয়ে পড়েছিল। ড্রোনগুলো প্রথমে অনুমান করে, হয়তো তেমনই কিছু মহাকাশযানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে ওই গ্রহে। কিন্তু ওখানে এই দুই শক্তির কোনো যানের উপস্থিতির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। অথচ একসময় যে ওই গ্রহে একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা ছিল— তা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এই সভ্যতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট ও পরিত্যক্ত হয়েছিল। প্রায় একবছর ধরে ওখানে অনুসন্ধান চালিয়েও শুকিয়ে যাওয়া গাছপালা, শুষ্ক নদীখাত, মরুভূমি হয়ে যাওয়া কৃষিক্ষেত্র, ধ্বংস হয়ে যাওয়া নগর— এ ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। এও হয়তো থাকত না। কিন্তু কোনো কারণে ওই গ্রহের বায়ুমণ্ডল মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়নি। তাই ওই নিদর্শনটুকু পাওয়া গেছে।

ড্রোনরা তাদের স্টার-ম্যাপে এই গ্রহটিকেই সু-মারু বলে চিহ্নিত করে।

পৃথিবী থেকে এত দূরে মানুষের পক্ষে এর আগে পৌঁছোনো অসম্ভব ছিল। অথচ ভূমিগর্ভে রাখা ওই ধাতুর পাতগুলোর পাঠোদ্ধার করতে আমাদের এক অতি প্রাচীন পার্থিব লিপি ব্যবহার করতে হয়েছে! এর কী অর্থ— তা বিশেষজ্ঞরা বলবেন। আমি ওই পাত থেকে পাওয়া একটা গল্প আপনাদের বলব শুধু।"

*

## ১

"একটা গল্প বলবে?"

"তোমাকে বলার মতো আর কোনো কাহিনি আমার সংগ্রহে নেই, আরুয়াসি। না! মিথ্যে বলতে পারি না আমি। আছে আরও বহু আখ্যান— যাতে নীল আকাশে ওড়ে পাখি, মেঘ থেকে বৃষ্টি নামে, সবুজ গাছের তলায় ওষ্ঠ আর অধরকে একাকার করে দেয় দুটি প্রাণ। কিন্তু এসব কাহিনি আজ কীভাবে শোনাব তোমাকে? হয়তো তুমি বলবে, এসব ভুল, অসম্ভব, মিথ্যে! তখন আমি কী করব?"

"আমি এমন কিচ্ছু বলব না, পোরোরোয়াস। শুধু তুমি বলো, কেমন আছি আমরা? অন্তত তোমার অক্ষয় স্মৃতি ধরে রাখুক এই স্মৃতি— এই বাস্তবকে।"

"কেমন আছি আমরা? শুধু যদি বলি যে মৃত্যুর পথে আরও একধাপ পেরোল একদা গরবিনী, আজ ভিখারিনীর অধম এই উশস্, তাহলে তুষ্ট হবে তুমি?"

"আমি কে, পোরোরোয়াস? নিতান্ত নশ্বর এক রাজকন্যা— যে নিজের পিতা ও মাতার মৃত্যু দেখেছে। নিতান্ত অক্ষম এক শাসক— যে নিজের প্রজাদের বাঁচাতে পারেনি সর্বনাশের হাত থেকে। আমার জন্য কেন কথা বলবে? বরং বলো, যাতে এই মৃত গ্রহে কখনও কোনো অতিথি এলে সে জানতে পারে, কেমন আছি আমরা।"

"যথা আজ্ঞা, আরুয়াসি। তাহলে বলি? শুকিয়ে গেছে আমাদের নদীরা। ঝিল, খাল, অন্য যে-কোনো আবদ্ধ জলাশয়— এগুলো দীর্ঘদিন আগেই নিঃশেষিত হয়েছে। এবার শুরু হয়েছে ভূগর্ভের জল ক্রমেই বিরল ও অপ্রাপনীয় হয়ে ওঠা। সবুজের চিহ্ন গ্রহের সর্বত্র মুছে যাওয়ার পর এবার এই নগর থেকেও লুপ্তপ্রায়।

বিশ্বাসই হতে চায় না যে এই গ্রহ কিছুদিন আগেও কতখানি অপরূপ ছিল।

শুধু রূপের কথাই বা বলি কেন? একদিন ছায়াপথের সুদূরতম প্রান্তেও উশস্-এর প্রতিনিধি হিসেবে একের পর এক যন্ত্র, কালাধার, মায় জীবনের নানা নিদর্শন পাঠিয়েছি আমরা। ওডিতেরই যেন রূপ ছিলাম আমরা এতদিন— যার কৃপায় বেঁচে ছিল ওডিতের অন্য সবকটি ছেলেমেয়ে। আর আজ?"

"কেন পোরোরোয়াস? আজ আমাদের এই অবস্থা কেন?"

"ডিভি! ওই নাশকদের বিশাল বাহিনী আমাদের গ্রহকে বেষ্টিত করে রেখেছে। এদের বিরুদ্ধে আমরা লড়তে পারি না— দীর্ঘদিন ধরে আমাদের